অতি লাভের বাণিজ্য করুন
অল্প আমল করে অধিক সওয়াবের অধিকারী হন।

আমল	সওয়াব
১২ বৎসর আযান (ও ইকামত) দেন।	জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুন আমলনামায় ৬০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ইকামতের দরুন লিপিবদ্ধ হবে ৩০টি নেকী।"
আযানের পর দরূদ পড়ে নির্দিষ্ট দুআ পড়ুন।	কিয়ামতে মহানবী ﷺ-এর শাফাআত নসীব হবে।
পরিপূর্ণভাবে ওযূ করুন।	মুখ,চোখ, হাত ও পায়ের (সাগীরা) গোনাহ ধোয়া যাবে।
ওযুর পর নির্দিষ্ট দুআ পড়ুন।	জান্নাতের ৮টা দরজাই খোলা যাবে।
নামাযের উদ্দেশ্যে ঘরে ওযূ করে মসজিদের দিকে যান।	প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক একটি গোনাহ ঝরে যাবে, এক একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। হজ্জ করার সওয়াব হবে।
জুমআর দিন গোসল করে পায়ে হেঁটে মসজিদে যান।	প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে এক বছরের নফল নামায-রোযা করার সওয়াব পাবেন।
জুমআর দিন নাপাকীর গোসলের মত গোসল করে প্রথম সময়ে (মসজিদে গিয়ে) উপস্থিত হন।	১টি উটনী কুরবানী করা হবে।
এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ুন।	দেড় রাত্রি জাগরণ করে নফল নামায পড়ার সওয়াব লাভ হবে।
ফরয নামাযের পর নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ুন।	জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ হবে।
সত্যাশ্রয়ী হলেও তর্ক বর্জন করুন।	জান্নাতের পাশে একটি গৃহ নির্মাণ হবে।
রহস্যছলেও মিথ্যা বর্জন করুন।	জান্নাতের মাঝে একটি গৃহ নির্মাণ হবে।
চরিত্র সুন্দর করুন।	(নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছবেন। জান্নাতের উপরিভাগে একটি গৃহ নির্মাণ হবে।
মসজিদ নির্মাণ করুন।	জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে।
৪০ দিন তাকবীরে তাহরীমা পেয়ে জামাআতে নামায আদায় করুন।	মুনাফেকী ও দোযখ থেকে মুক্তির সার্টিফিকেট পাবেন।
অধিকাধিক সিজদা করুন (নফল নামায পড়ুন)।	একটি সিজদার বিনিময়ে একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, একটি গোনাহ ক্ষালন হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
জানাযার নামায পড়ে দাফন কাজে অংশ গ্রহণ করুন।	দুটি বড় বড় পাহাড় সমান সওয়াব লাভ করবেন।
নিয়মিত কুরআন তেলাঅত করুন।	কুরআন মাজীদের একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করলে ১০টি নেকী পাওয়া যায়।
তালেবে ইলমকে সাহায্য করুন।	আপনার রুযীতে বর্কত আসবে।
১০ বার সূরা ইখলাস পড়ুন।	জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ হবে।
৩ বার সূরা ইখলাস পড়ুন।	১ বার পুরো কুরআন খতম করার সওয়াব পাবেন।
৪ বার সূরা কাফিরূন পড়ুন।	১ বার পুরো কুরআন খতম করার সওয়াব পাবেন।
নিয়মিত সূরা মুল্‌ক পড়ুন।	আযাব থেকে মুক্তি পাবেন।
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ুন।	মরণ ছাড়া জান্নাতের পথে আর কোন বাধা থাকবে না।
কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে যান।	১টি পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে।
ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্‌র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ুন।	পরিপূর্ণ ১টি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হবে।
মাগরেব ও ফজরের নামাযের পর ১০ বার নির্দিষ্ট যিক্‌র পড়ুন। (দুআ ও যিক্‌র দেখুন।)	প্রত্যেক বারের বিনিময়ে ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ হবে, ১০টি গোনাহ মোচন হবে, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকর) রক্ষামন্ত্র হবে, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হবে। আর আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন আপনি।
বাজারে প্রবেশ করে নানা উদাসকারী জিনিসের মাঝেও নির্দিষ্ট যিক্‌র পড়ুন।	১০ লক্ষ নেকী পাবেন, ১০ লক্ষ গোনাহ মোচন হয়ে যাবে, ১০ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এবং বেহেশ্তে ১টি গৃহ নির্মাণ করা হবে।
দরূদ পাঠ করুন।	একবার দরূদ পাঠ করলে দশটি রহমত বর্ষণ হবে, দশটি পাপ মোচন হবে এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
এক টুকরা খেজুর হলেও দান করুন। তা না পারলে উত্তম কথা বলুন।	জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবেন।
ন্যায় বিচার করুন। যৌবনকালে ইবাদত করুন। মসজিদে মন ফেলে রাখুন। আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করুন। ব্যভিচার ও অবৈধ প্রেম থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর ভয়ে নির্জনে কান্না করুন। গোপনে দান করুন।	সেদিন আরশের ছায়া পাবেন, যেদিন ঐ ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না।
রোযা রাখুন।	একদিন রোযা রাখলে জাহান্নাম থেকে ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবেন।
ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখুন। তারাবীহর নামায পড়ুন। শবেকদর জেগে নামায পড়ুন।	আপনার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।
রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করুন।	পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হবে।
৯ই যুলহজ্জ আরাফার দিন রোযা রাখুন।	গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের কৃত পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।
আশুরার (১০ই মুহার্রামের) দিন রোযা রাখুন।	বিগত এক বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।
১ টি রোযাদারকে ইফতারী করান।	১টি রোযা রাখার সওয়াব লাভ করবেন।
রমযান মাসে উমরাহ করুন।	মহানবী ﷺ-এর সাথে ১টি হজ্জ করার সমান সওয়াব লাভ হবে।
আল্লাহর ফরয আদায় করে ও হারাম হতে দূরে থেকে স্বামীর কথা মেনে চলুন।	বেহেশ্তে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন।
পিতামাতার খিদমত করুন।	জিহাদ করা হবে, জান্নাত পাবেন।
কন্যা-সন্তানদেরকে ভালোভাবে মানুষ করে দ্বীনদার ছেলে দেখে বিয়ে দিন।	কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।
বিধবা ও দুঃস্থ মানুষের দেখাশোনা করুন।	আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হবে। বিরামহীন নামাযী ও বিরতিহীন রোযাদার গণ্য হবেন।
অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধান করুন।	মহানবী ﷺ-এর সাথে জান্নাতে পাশাপাশি বাস করবেন।
সন্ধ্যা অথবা সকালবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যান।	আপনার সহিত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সকাল অথবা সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন।
প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েও ক্রোধ সংবরণ করে নিন।	আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টির মাঝে আহ্বান করবেন এবং ইচ্ছামত (বেহেশ্তের) সুনয়না হুরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।
কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন।	আল্লাহ আপনার গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।
মুসলিম ভায়ের ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি গোপন করুন।	কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার দোষ-ত্রুটি গোপন করে নেবেন।
(মুসলিম) ভায়ের অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করুন।	দোযখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।
মুসলিম ভায়ের সঙ্গে সাক্ষাতে সালাম মুসাফাহা করুন।	১০ থেকে ৩০টি সওয়াবের সাথে আপনার গোনাহও মাফ হয়ে যাবে।
'আল্লাহু আকবার' বা 'আলহামদু লিল্লাহ' বা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বা সুবহা-নাল্লাহ' বা 'আস্তাগফিরুল্লা-হ' বলুন, বা 'মানুষের পথ থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেন বা সৎকর্মে আদেশ দেন বা মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করেন।	এগুলি এক একটি সাদকাহ স্বরূপ হবে। (সে দিনের জন্য) দোযখ থেকে নিজেকে সুদূরে করে নেবেন।
বিপদ এলে ধৈর্য ধরুন।	গোনাহ ঝরে যাবে।
এক আঘাতেই একটি টিকটিকি মারুন।	১০০টি নেকী পাবেন।

মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্তা হতে প্রচারিত ফোন নংঃ- ০৩৪৫২২৫০২২৫

এ মাদ্রাসা আপনার পরামর্শ, দান ও দুআর একান্ত মুখাপেক্ষী। সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠাবার ঠিকানাঃ- পোঃ- পিচকুরি, জেলাঃ- বর্ধমান, পঃবঃ, পিন নং ৭১৩১২৮